জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - এপ্রিল/০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ইরাকি বন্দি নির্যাতনের ঘটনায় আনান গভীরভাবে মর্মাহত
* মধ্যপ্রাচ্য "পক্ষ চতুষ্টয় " আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘে আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছে
* জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের থাইল্যান্ড সংঘাতের দ্রুত তদন্তের আহবান
* জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা মানবদেহে পশুরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ক বৈঠকের আয়োজন করবে
* জি–৭৭ এর ৪০তম বার্ষিকীতে উন্নয়নে সকলের ন্যায্য অধিকারের উপর আনানের গুরুত্ব আরোপ

ইরাকি বন্দি নির্যাতনের ঘটনায় আনান গভীরভাবে মর্মাহত

৩০ এপ্রিল– জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান যুক্তরাষ্ট্রের কারা প্রহরীদের হাতে ইরাকি বন্দিদের অবমাননা ও নির্যাতনের ছবি দেখে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছেন। আজ তার মুখপাত্র এ কথা জানান।

মুখপাত্র ফ্রেড একহার্ড বলেন, মহাসচিবের বিশ্বাস এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল । এ সময় তিনি মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধান এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের নির্যাতন প্রতিরোধে দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শনকেও স্বাগত জানিয়েছেন।

বুধবার সিবিএস টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান *সিকস্টি মিনিটস-২* তে প্রথমবারের মত আবু গারিব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের উপর প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।

জনাব একহার্ড সাংবাদিকদের বলেন, স্থান কাল ভেদে সকল ক্ষেত্রেই মহাসচিব কফি আনান বন্দিদের সাথে দুর্ব্যবহারের কঠোর বিরোধী। সকল বন্দিদের সাথে আচরণে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ধারা মেনে চলা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সিবিএসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনাব একহার্ড বলেন, বন্দি নির্যাতনের মত যে সকল বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তা তদন্ত করা হবে অথবা ইরাকের মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইরাকে নিযুক্ত মানবাধিকার বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার বারট্রান্ড রামচরণ গত শুক্রবার বিষয়টি আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মানবাধিকার কমিশনের সমাপনী অধিবেশনে জনাব রামচরণ এই মন্তব্য করেন। কমিশন বিতর্কিতভাবে বিষয়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে জনাব রামচরণ ইরাকে মানবাধিকার ও সসস্ত্র সংগ্রামের উপর এক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিবেন বলে জানান।

তিনি বলেন, এটি একটি অশুভ লক্ষণ। যুদ্ধে অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকতে হবে। বর্তমানে ইরাকের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের উপর কোন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এটি যেমন সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে, তেমনি শক্তির ব্যবহার এবং বেসামরিক লোকজনের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে সংঘর্ষ চলছে এবং কমিশন কার্যকরভাবে সসস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

মধ্যপ্রাচ্য "পক্ষ চতুষ্টয় " আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘে আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছে

৩০ এপ্রিল–, জাতিসংঘ মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক শীর্ষ প্রতিনিধি টারজি রোয়েড লারসেন আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য তথাকথিত " পক্ষ চতুষ্টয় " এর বৈঠকের প্রস্তুতির জন্য তার ইউরোপীয়, রাশিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের সাথে লন্ডনে মিলিত হয়েছেন। জাতিসংঘ মুখপাত্র আজ এ কথা জানায় ।

"পক্ষ চতুষ্টয় " রোড ম্যাপ শান্তি পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা করছে । এতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে পারস্পরিক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, যা ২০০5 সাল নাগাদ পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানকারী দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

ফ্রেড একহার্ড প্রাত্যহিক সংবাদসম্মেলনে বলেন, জনাব কফি আনান নিউইর্য়কের জাতিসংঘ সদরদপ্তরে মঙ্গলবারের বৈঠকের আয়োজন করবেন।

মহাসচিবের সাথে এই বৈঠকে আরও যারা যোগদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে তারা হলেন: মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সার্গেই লাগরভ, ইইউ'র উর্ধ্বতন প্রতিনিধি জাভিয়ার সোলানা, ইইউএর বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিশনার রায়ান কোয়েন, যিনি বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

জনাব একহার্ড জানান, বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মহাসচিব পক্ষ চতুষ্টয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি পাঠ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধানের থাইল্যান্ড সংঘাতের দ্রুত তদন্তের আহবান

৩০ এপ্রিল– জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান থাইল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে জঙ্গীদের সংঘর্ষে ১১২ ব্যক্তির মৃত্যুর তদন্তের আহবান জানান।

ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার বারট্রান্ড রামচরণ বলেন, ইয়ালা, পাটানি এবং শঙ্কলা প্রদেশে সংগঠিত গত বুধবারের সংঘাতের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সংঘর্ষে পাঁচজন পুলিশ কর্মকর্তা ও সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা যায়।

জনাব রামচরণ বলেন, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ও শক্তি ব্যবহার বিষয়ক জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে উক্ত অফিসারগণ পরিস্থিতির প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কোন ধরণের শক্তি প্রযোগ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য থাকবে।

তিনি বুধবারের সংঘর্ষে গ্রেফতারকৃতসহ সকল ব্যক্তির মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিশ্চয়তা বিধানের জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল পক্ষের প্রতি আহবান জানান।

জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থা মানবদেহে পশুরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ক বৈঠকের আয়োজন করবে

৩০ এপ্রিল– সার্স, বার্ড ফ্লু এবং পশুর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য রোগ মানবদেহে বিস্তারের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জেনেভা সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তিনদিনের এক বৈঠকের আয়োজন করেছে। উক্ত বৈঠকে নজরদারী বৃদ্ধি, এ ধরনের ঘটনা এড়াবার উপায় এবং এ ধরণের রোগের প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বৈঠকটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) আন্তর্জাতিক ডেস এপিজোটিস অফিস এবং ডাচ স্বাস্থ্য কাউন্সিল যৌথভাবে আয়োজন করেছে। সোমবার থেকে শুরু এই বৈঠকে পশু দেহ থেকে মানবদেহে এ সকল রোগের সংক্রমণের কারণগুলো নির্ধারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞগণ সাম্প্রতিককালের সার্স এবং বার্ড ফ্লু সহ অন্যান্য পশু রোগের মানবদেহে
বিস্তারের অসংখ্য ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করবে। বৈঠকে ভবিষ্যতে এ ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণের জন্য ম্যাডকাউ রোগ ও এর মানবধরণ, ক্রটস ফেলট জাকোব রোগ এবং নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণসহ অন্যান্য রোগের বিষয় বিশ্লেষণ করা হবে।

হু এর মানবদেহে পশুরোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সমন্বয়কারী ফ্রাঙ্কুইস মেসলিন আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, হু বিশ্বের জনগনের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়োজিত আছে। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সংক্রমণগুলো বিশ্ব জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন খাত ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

সার্স অথবা বার্ড ফ্লু এর মত রোগের পশু থেকে মানব দেহে সংক্রমণ পশু ও মানুষের মধ্যকার জটিল আন্তঃক্রিয়া, অনুঘটক জীবাণু , পরিবেশ ও অন্যান্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। তবে এযাবত কাল পর্যন্ত রোগের প্রার্দুভাবের পিছনে মানব কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এ বছরের গোড়ার দিকে এশিয়ায় উচ্চ সংক্রামক জীবাণু বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, সর্বোচ্চ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এটি মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়ে পড়তে পারে।

এ মাসে চীনে নিশ্চিত অথবা সন্দেহভাজন নয়জন নতুন সার্স রোগীর খোঁজ পাওয়া যায়। ২০০২ সালের নভেম্বরে চীনে প্রথম এ রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায় এবং ২০০৩ সালের মধ্য নাগাদ সারা বিশ্বে এ রোগে ৭৭৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে ও ৮০০০ লোক সংক্রমনের শিকার হয়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই চীনে বসবাস করে।

জি-৭৭ এর ৪০তম বার্ষিকীতে উন্নয়নে সকলের ন্যায্য অধিকারের উপর আনানের গুরুত্ব আরোপ

৩০ এপ্রিল- বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের ৭৭ জাতি গোষ্ঠীর চল্লিশতম বার্ষিকী উৎযাপনকালে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, চারদশক পূর্বের তুলনায় পৃথিবী এখন আরো বেশি বৈষম্যপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য ৭৭ জাতিগোষ্ঠির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩৫।

জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনাব কফি আনান বলেন, এ বছরগুলোতে আমরা যে শিক্ষাটি গ্রহণ করেছি তা হল উন্নয়নের সুযোগ সকলের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হওয়া উচিত।
তিনি বলেন, যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখনও যথাযথ মনযোগ দেওয়া হয়নি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে - অস্থিতিশীল বেসরকারী মূলধনের প্রবাহ, উন্নয়নশীল দেশের অস্থিতিশীল মাত্রার বৈদেশিক ঋণ, উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশাধিকারের প্রতিবন্ধকতা এবং উন্নয়নশীল দেশের জনগণের আগমনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ।

জনাব আনান ঘোষণা করেন, এ সকল বিষয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যকার প্রকৃত অংশীদারিত্বেও ভিত্তিতে হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। এই অংশীদারিত্ব অবশ্যই পারস্পরিক দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, যদি উভয় পক্ষই তাদের অঙ্গাকারসমূহ রক্ষা করে তবেই কেবল আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়নলক্ষ্যসমূহ অর্জনের আশা করতে পারি।

উল্লেখ্য ২০০০ সালের জাতিসংঘ সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্ব সমস্যা ২০১৫ সাল নাগাদ অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নামে পরিচিত।

তবে জনাব আনান এ কথাও উল্লেথ করেন যে, গত ৪০ বছরে ৭৭ জাতি গোষ্ঠি এবং সদস্যগণ বিশ্ব উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিছু দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কিছু দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক

ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, প্রতিটি সদস্য দেশেই গড় আয়ু রেড়েছে এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। যদিও বিশেষতঃ আফ্রিকা মহাদেশে এ সকল অর্জন এইচআইভি এইডস এর ভয়াবহ প্রভাবের কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, কিছু দেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করলেও অনেকের অগ্রগতিই খুব সামান্য, এমনকি কোনো কোনো দেশের অবনতিও হয়েছে।

** ** **